# বারুনী মেলা

গ্রীষ্মের শুরুতে বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মাঠের কাজ ফুরিয়ে যায়। ঘরে ঘরে খাদ্যঘাটতিও প্রকট হয়ে ওঠে। এ সময়টায় গ্রামীণ জীবন উজ্জীবিত রাখতে মাঠে, ঘাটে, বাটে মেলার আয়োজন হয়। ধর্মীয় উপলক্ষ্যে এমনি একটি মেলা আরিচা ফেরিঘাট সন্নিহিত মহাবারুনীর মেলা। মেলার একদিন নিয়ে এবারের ২৪ ঘন্টার প্রতিবেদন... লিখেছেন **আসাদুর রহমান** ও **মনিরুল ইসলাম**

৬.০০ : আরিচা ফেরি ঘাট। দক্ষিণে যমুনার পাড় ঘেঁষে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে বাজারের দোকানগুলো এখনও খোলেনি। রাস্তার ওপর বসেছে মহাবারুনী মেলা। মেলায় বিক্রি করতে আসা মালের পাশে দোকানিরা ঘুমাচ্ছে। গতকাল বারুনী স্নান করতে আসা অনেকেই বাড়ি ফিরতে পারেননি। তারাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুমাচ্ছে।

৬.৩০ : নদীর পাড়ে বসে মধুকৃষ্ণ বাবু শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে ফুল দিয়ে পূজা দিচ্ছিলেন। গতকাল স্নানের দিন তিনি এখানে এসেছেন। কয়েক ছড়ি কলা আর নারকেল এনেছিলেন বিক্রির জন্যে। স্নানের পর লোকজন তার কাছ থেকে কলা, নারকেল কিনে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নদীতে ফেলেছে। তিনি বললেন, 'যে জায়গায় গরুর পাড়া (পা) পড়ে সেই জায়গায় দূর্গা থাকে। তাই গরু পাড়া দিয়া হাইটা গেছে

*'কাঁসার তৈজসপত্র' হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল আকর্ষণ*

এমন যে কোনো নদীতে পুণ্য স্নান করা যায়'।

৭.০০ : মেলার দোকানিরা আড় ভাঙতে শুরু করেছে। আজ মেলার শেষ দিন। তাছাড়া শুক্রবার হওয়ায় সকাল হতেই লোকজন মেলায় ঘুরতে আসবে। তাই ঘুম থেকে উঠেই তারা পসরা সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

৭.৩০ : মেলায় এবার চিনির হাতি-ঘোড়া, বাতাসা আর বিন্নি ধানের খইয়ের আমদানি হয়েছে প্রচুর। রাস্তার উপরেই দোকানিরা তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন। খই বিক্রেতা আউয়াল জানালেন, অন্যান্য ধানের খইয়ের চাইতে বিন্নির খইয়ের দাম বেশি। কারণ ৫০ টাকা কমে বিন্নি ধান কেনা যায় না। আজ দোকানিরা ৮০ টাকা বিন্নির খইয়ের দাম হাঁকাচ্ছেন।

৮.০০ : মেলার পাশে যমুনা নদী, গতকালের স্নান করতে আসা লোকজনের ফেলে যাওয়া ফুলগুলো ঢেউয়ের তোড়ে নদীর কিনারে চলে এসেছে। নদীর তীরে পড়ে আছে গোলাপ, গাঁদাসহ বিভিন্ন ফুল।

৮.৩০ : মেলায় লোকজনের আগমন শুরু হয়েছে। তবে এদের অধিকাংশই আরিচা ঘাটের আশপাশের গ্রামের লোক। লুঙ্গি আর সাদা শার্ট পরিহিত মুমিনুল মেলায় এলেও মেলায় ঘোরা তার মূল উদ্দেশ্য নয়। সে এসেছে এক নম্বর খেজুরের রস খেতে। আমাদের জানালেন, মানিকগঞ্জের খেজুরের রস খুবই ভালো। বারুনী স্নানের পরদিন মেলায় এক নম্বর খেজুরের রস পাওয়া যায়।

৯.০০ : কুমারের কাজ করা হরিকৃষ্ণের বাপ-দাদার ব্যবসা। উথলি গ্রামে তার বাড়ি। প্রায় ২০ হাজার টাকার মাল নিয়ে তিনি এখানে এসেছেন। কলসী, মটকা, সরা, পিঠার সাজ, মাটির ব্যাংক নিয়ে তিনি এই মেলায় এসেছেন।

: ব্যবসা কেমন চলছে?

: খুবই মন্দ। পলিথিন ব্যাগ আইয়া আমগোরে মাটিতে বহাইয়া দিছে।

৯.৩০ : হাতে মেহেদি করা দেবনাথ পালের মূল ব্যবসা নয়। সে একজন রিকশাচালক। মেলা উপলক্ষে আজ সে মেহেদি লাগানোর ব্যবসা করছে। বিভিন্ন ধরনের সাজ আছে তার কাছে। I love you, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভুলনা আমায় প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন নকশা কাটা সাজ আছে তার কাছে। বেশ কয়েকজন অল্প বয়সী মেয়ে তার কাছে হাত রাঙানোর জন্যে বসে আছে। দেবনাথ প্রতি কাজের জন্যে ২ টাকা করে নিচ্ছে।

১০.০০ : ১৫/১৬ বছরের শিউলী হাতে 'ভুলনা আমায়' লেখা মেহেদির ছাপ নিল। শিবালয় স্কুলের ছাত্রী সে। একই গ্রামের কয়েকজন বান্ধবী মিলে তারা মেলায় এসেছে। 'ভুলনা আমায়' মেহেদির ছাপ নেয়ার কারণ জানতে চাইলে সে বলল, এমনেই নিলাম।

১০.৩০ : মেলায় বেড়াতে আসা দুলাল চন্দ্রের সাথে রিকশাওয়ালার ঝগড়া বেধে গেল। দুলাল অন্যান্য সময়ে যে ভাড়া তার থেকে এক টাকাও বেশি দিতে রাজি নয়। কিন্তু রিকশাওয়ালা দু'টাকা বেশি চাইছে। রিকশা-ওয়ালা মানিক বলল, বারুনী মেলা শুরু হলে এখানে রিকশা ভাড়া বেড়ে যায়। সবাই খুশি মনে দু'চার টাকা বেশি দেয়।

১১.০০ : মেলা জমে উঠেছে। অসংখ্য মানুষে ভরে গেছে মেলা প্রাঙ্গণ। তরুণ-তরুণী আর কিশোর-কিশোরীর আধিক্যই বেশি। চিৎকার চেঁচামেচিতে মেলার পরি-বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। গতকাল স্নান করতে আসা অনেকেই বাড়ি ফিরতে পারেননি। তাদের ৩/৪টি দল বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন।

১১.৩০ : বানিয়াজুড়ির থুড়-থুড়ে বুড়ো রজনীকান্ত পাল এ বছর ৮৩তে পা দিয়েছেন। তার চলার গতিও হয়ে গেছে ধীর। লাঠিতে ভর করে তিনি মেলা ঘুরে দেখছেন। প্রতি বছর তিনি এই মেলা ঘুরতে আসেন। আমাদের জানালেন, এখন থেকে প্রায় দুশো' বছর আগে থেকে এই নদীর তীরে বারুনী মেলা হয়ে থাকে।

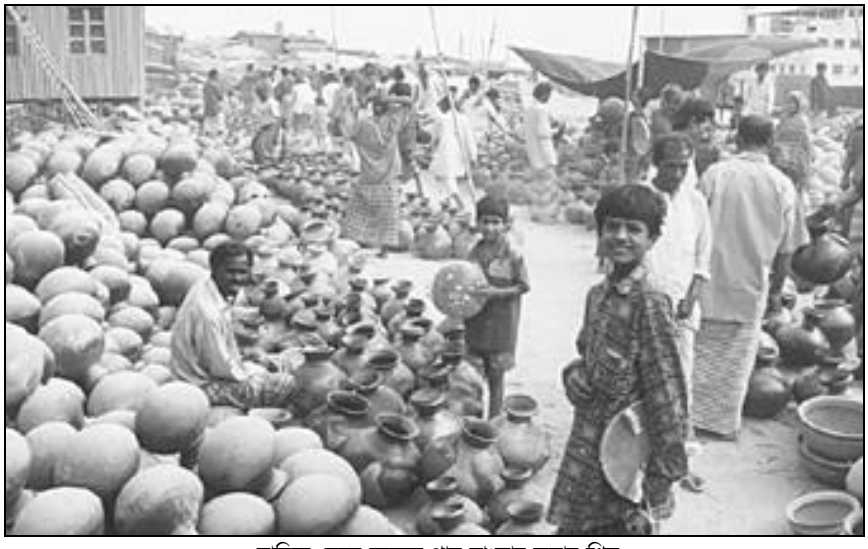

*হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রাম বাংলার কুমার শিল্প*

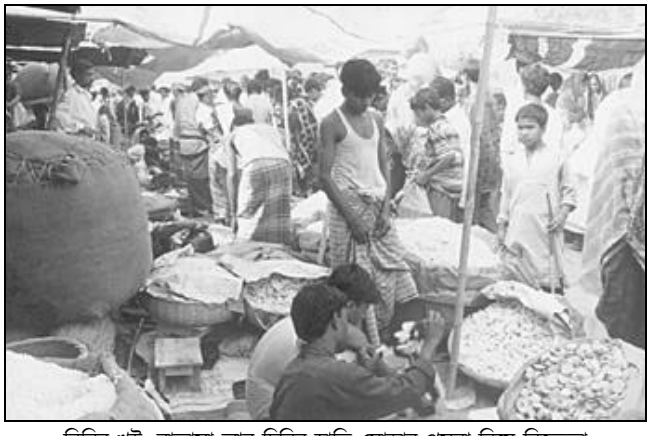

*বিন্নির খই, বাতাসা আর চিনির হাতি-ঘোড়ার পসরা নিয়ে বিক্রেতা*

*প্রতিটি মেহেদীর ছাপ ২ টাকা*

১২.০০ : চৈত্রের দাবদাহ আজ যেন তার তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে। কাঠ ফাটা রোদ মেলায় ঘুরতে আসা লোকজনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। মেলার উপরিভাগ সামিয়ানা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকায় দোকানিরা রোদ্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তবে গরমে তাদের নেয়ে-ওঠা অবস্থা। অধিকাংশ দোকানির গায়ের কাপড় ঘামে শরীরের সাথে লেপ্টে রয়েছে।

১২.৩০ : আজ শুক্রবার হওয়ায় নামাজের জন্যে লোকজন মেলা ত্যাগ করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেলা প্রাঙ্গণের ভিড় কমে এলো। সিঙ্গাইল থেকে আসা বৃদ্ধ ইমান আলী তৃষ্ণা মেটাতে রঙিন শরবতের আশ্রয় নিয়েছেন। শরবত বিক্রেতা কিশোর আলী জানালো, প্রতি গ্লাস রঙিন শরবত ১ টাকা দাম। গতকাল ৫শ' টাকার শরবত বিক্রি করেছে। আজকের রোদই তার ভরসা, রোদ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তার ব্যবসা। আজ এ পর্যন্ত তার ২শ' টাকা বিক্রি হয়েছে।

১.০০ : টেপড়ার চুন নিয়ে বেশ কয়েক দোকানি মেলায় অংশ নিচ্ছেন। চুন ভিজে থকথকে হয়ে আছে। দোকানিরা কাঠের চামচ দিয়ে চুন মেপে দিচ্ছে। অন্যান্য সময় চুনের কেজি ৪ টাকা থাকলেও আজ সব দোকানেই ৫ টাকা হাঁকা হচ্ছে। এই দাম বাড়ার জন্যে চুন কিনতে আসা ক্রেতারা ভীষণ বিরক্ত। তারা দাম কমানোর জন্যে দোকানদারদের চাপাচাপি করছে। আজ ১ টাকা দাম বেশির কারণ জানতে চাইলে বিক্রেতা নয়ন বলল, মেলায় সব কিছুর দাম একটু বেশিই দিতে হয়।

১.৩০ : মেলার পাশে নদীর ধারে চলছে বয়লা খেলা। খেলা চালাচ্ছে আব্দুল হাই। তার হাতে অনেকগুলো তামার রিং। মাটির ওপর সে সাবান, তেল, আলতাসহ বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রী বিছিয়ে দিয়েছে। লোকজন ৫/৬ গজ দূর থেকে রিংগুলো ছুড়ে মারছে। প্রতিটি রিং-এর জন্যে আব্দুল হাই ১ টাকা করে নিচ্ছে।

২.০০ : হঠাৎ ঝড়ের বেগে স্থানীয় চেয়ারম্যান লতিফ উদ্দিন বয়লা খেলার সামনে উপস্থিত হলেন। আব্দুল হাই তার খেলার জিনিসপত্রগুলো নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। কিন্তু চেয়ার-ম্যানের লোকজন তাকে ধরে ফেললো। চেয়ারম্যান আব্দুলকে ১০০ বার কান ধরে ওঠা-বস করার শাস্তি দিয়ে চলে গেলেন। চেয়ারম্যানের এক সঙ্গী রয়ে গেলো। তাকে দায়িত্ব দেয়া হলো কান ধরে ওঠ-বস গোনার জন্যে।

*'তাগদুম তাগদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল'*

২.৩০ : মেলায় চাঁদা উঠানোর বিষয়ে মেলা কমিটির প্রতি দোকানিদের রয়েছে বিস্তর অভিযোগ। তারা বললো গতকাল বাজার কমিটির লোকজন চাঁদা উঠিয়েছে। কিন্তু সেই চাঁদার হার সব দোকানের ক্ষেত্রে সমান নয়। পরিচিত দোকানদারদের কাছে থেকে কম চাঁদা নিয়েছে। আর যারা দূর থেকে এই মেলায় দোকান করতে এসেছেন তাদের কাছ থেকে বেশি হারে চাঁদা রাখা হয়েছে।

৩.০০ : টিনের চালা আর বাঁশের বেড়া দিয়ে নদীর তীরে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী সিনেমা হল। প্রজেক্টর মেশিনের সাহায্যে এখানে সিনেমা দেখানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'দুই নাগিন' ছবিটি শুরু হবে। হলের প্রবেশপথে অসংখ্য মানুষের ভিড়। ৫ টাকা হারে টিকিট। সিনেমা দেখতে আসা বাবু বললো, 'দিনের বেলায় তো ভালো ছবিই দেহায় কিন্তু রাইতে হইলে দেহায় অন্য ছবি।'

৩.৩০ : মেলায় বেশ কয়েকটি চানাচুরের দোকান আছে। চানা-চুরের এত বড় দোকান-সচরাচর চোখে পড়ে না। বুট, মুড়ি, ছোলা, ডাবলি, চানাচুর ছাড়াও বিভিন্ন স্বাদের মসলা রয়েছে দোকান-গুলোতে। প্রতিটি দোকানের সামনে ভিড়। পিঁয়াজ, মরিচ আর তেলে মাখানো চানাচুর বিক্রি হচ্ছে দেদারসে।

৪.০০ : মেলায় এখন প্রচন্ড ভিড়। দু'পাশের লোকজনের গায়ে ধাক্কা না লেগে চলার কোনো উপায় নেই। তরুণী আর বিভিন্ন বয়সী মহিলার আগ-মন এই মুহূর্তে চোখে পড়ার মতো। কসমেটিকস্-এর দোকানগুলোতে মহিলারা দাঁড়িয়ে কেনাকাটা করছে।

৪.৩০ : গরমের কারণে রঙিন

*মহাবারুনী স্নানে বিসর্জন দেয়া ফুল*

*গ্রামীণ মেলার ঐতিহ্য 'নাগর দোলা'। বারুনী মেলায়ও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি*

শরবতের পাশাপাশি মেলাতে কুলফিরও ব্যাপক চাহিদা। প্রতি কুলফির মূল্য ২ টাকা। মাঝারি সাইজের মাটির হাঁড়ির ভেতর বরফ দিয়ে তার মাঝে কুলফি নিয়ে বিক্রেতা মেলায় এসেছে। ছোট ছোট টিনের গ্লাসের মধ্যে-কুলফি-তৈরি করা হয়েছে। 'দুই টাকায় আত্মা ঠান্ডা কইরা যান' বলে কুলফি বিক্রেতারা চিৎকার করছে।

৫.০০ : রতন দে এক মহিলার হাতে শাঁখায় চুড়ি পরাচ্ছিলেন। হাতের তুলনায় চুড়ি ছোট হওয়ায় রতন বিভিন্ন কায়দা করে হাতে চুড়ি ঢোকানোর চেষ্টা করছে। রতন আমাদের জানালেন, হিন্দু ধর্মে রয়েছে কোনো মেয়ের বিয়ের পর তাকে সব সময় শাঁখার চুড়ি পরে থাকতে হয়। শুধুমাত্র স্বামী মারা গেলে সে এই চুড়ি খুলতে পারে।

৫.৩০ : গতকালের স্নান সেরে গাড়ির অভাবে বাড়ি ফিরতে পারেননি হিন্দু পুরোহিত সত্যেন ব্যানার্জি আজ মেলায় ঘুরে ঘরের বাচ্চাদের জন্যে বিভিন্ন খেলনা আর খাবারের জিনিস কিনে বাসস্ট্যান্ডের দিকে রওনা হচ্ছেন। স্নান সম্পর্কে তার সঙ্গে কথা হলো। বললেন, স্নানের দিন শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন। গতকাল যারা স্নান করতে এসেছিল তারা আগের দিন সন্ধ্যা হতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্নান সেরে তারা আবার খেয়েছেন।

৬.০০ : নদীর তীরে দুটি নাগরদোলা। ঘন্টাখানেক ধরে চালকেরা তা চালাতে শুরু করেছেন। নাগর-দোলায় শিশুদের চাইতে বয়স্ক লোকের আধিক্যই বেশি। নাগরদোলায় চড়তে মাথাপিছু ২ টাকা করে দিতে হচ্ছে। নাগরদোলা বেশি জোরে ঘুরতে শুরু করলে তখন শিশুরা চিৎকার শুরু করে।

৬.৩০ : শাহানা আর সাইফুল তাদের একমাত্র শিশুপুত্র সোহেলকে নিয়ে মেলা ঘুরতে এসেছে। সোহেল বাড়ি ফেরার জন্য কান্নাকাটি শুরু করেছে। শাহানা রুটি বানানোর 'বেলন' কিনছিলেন। সোহেল মায়ের হাত ধরে টানাটানি করতে করতে বলল, 'মা তুমি এতা দিয়ে কি করবে'। মার সঙ্গে সঙ্গে আদুরে উত্তর 'তোমার পিঠে ভাঙবো বাবা'।

৭.০০ : ঢোল, ডুগি, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আলী খোলা মাটির ওপর বিক্রি করতে বসেছে। তার বাড়ি হরিরামপুর। নিজেই তিনি এই বাদ্যযন্ত্রগুলো তৈরি করেন। গলায় একটি ঢোল ঝুলিয়ে সে একমনে বিড়বিড় করে গান গেয়ে যাচ্ছে।

৭.৩০ : মেলায় মহিলাদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় মেলা প্রাঙ্গণের চঞ্চলতা কিছুটা কমে এসেছে। আরিচা ঘাটের আশপাশের গ্রামের ছেলেদের কয়েকটি গ্রুপ মেলায় এসেছে।

৭.৪৫ : বিভিন্ন রঙের ঘোড়া আর নকশাকাটা মাটির ব্যাংক বিক্রি করতে আসা গনেশ মজুমদার মুখ কালো করে বসে আছেন। মেলা হয়তো আর ঘন্টাখানেক জমজমাট থাকবে কিন্তু তার বিক্রি হয়েছে মাত্র ২ হাজার টাকা। গনেশ জানালো, গতকাল সে এই মেলায় এসেছে। যতটা বিক্রি হয়েছে তাতে তার যাতায়াত খরচও ওঠেনি।

৮.০০ : মেলার এখন তরুণদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও তাদের অধিকাংশের দৃষ্টি পোস্টারের দোকানগুলোর দিকে। মেলায় যে ৫/৬টি পোস্টারের দোকান রয়েছে তাতে ভারতীয় নায়ক-নায়িকাদের প্রাধান্য। ফেরদৌস, শাবনূর, মৌসুমী ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো নায়ক-নায়িকার পোস্টার এখানে নেই। ঐশ্বরিয়া রাই-এর পোস্টারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।

৯.০০ : ভারতীয় বেলুন বিক্রি করতে আসা জাকির থমথমে মুখে বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছেন। আজ তার বিক্রি ভালো হয়নি। তবে এটা তার মূল ব্যবসা নয়। সে মূলত একটি কাঁচের ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করেন।

: বিক্রি ভালো না কেন?

: দেশের যা অবস্থা! মানুষের হাতে ভাত খাওনের টাকা নাই, আর বেলুন কিনবো। সামনে খুব খারাপ সময় আইতাছেরে ভাই।

৯.৪৫ : মেলা প্রাঙ্গণের কোলাহল এই মুহূর্তে নেই বললেই চলে। দোকানিরা তাদের মালামাল পোটলাবন্দি করছেন। আশপাশের গ্রাম থেকে যেসব বিক্রেতা এসেছিলেন তারা অবিক্রীত মাল ঠেলায় তুলে গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করছেন।

১১.০০ : বাঁশ আর টিনের সিনেমা হলটিতে 'গভীর রাতের' শো শুরু হয়েছে। বখাটে টাইপের কয়েক তরুণ হলের গেটে পাহারায়রত। মাইকে উচ্চশব্দে চলছে বাংলা সিনেমার গান।

১২.০০ : মেলা প্রাঙ্গণে শুনশান নীরবতা থাকলেও আরিচাঘাটের গাড়ি ওঠা-নামা কাজ চলে রাত-দিন ২৪ ঘন্টা। গাড়ির হর্ন, লোকজনের চেঁচামেচি মেলার নীরবতাকে বারবার ভেঙে দিচ্ছে।

**ছবি : আনোয়ার মজুমদার**